নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস

পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য সমন্বিত আঞ্চলিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন আমাদের মূল লক্ষ্য

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর পরিচিতিঃ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সরকারী সংস্থা। ১৯৬৫ সালের ৫ই জুলাই এক সরকারী আদেশের মাধ্যমে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি নগর ও শহর পরিকল্পনার জন্য সরকারের একমাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। সৃষ্টির শুরু থেকেই নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের ছোট, বড়, মাঝারি শহর, নগর বন্দর ও শিল্প এলাকা সমূহের ল্যান্ড ইউজ/মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে শহর এলাকার ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহারের দিক নির্দেশনা প্রদান করে আসছে যা অত্র এলাকা সমূহের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান রাখছে। বিগত ১৮/০৫/১৯৮৫ তারিখে নগর ও শহর পরিকল্পনা প্রণয়নে রাজশাহী ও খুলনায় দুইটি আঞ্চলিক অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে সিলেট, বরিশাল এবং কক্সবাজারে আরো তিনটি আঞ্চলিক অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মার্শাল ল'কমিটির রিপোর্ট ১৯৮৩ অনুসারে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যাবলী নিম্নরুপঃ

(১) নগরায়ন, নগর এলাকার ভূমির সুষ্ঠ ব্যবহার ও ভূমি উন্নয়ন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা।
(২) দেশের ৪টি মেট্রোপলিটন সিটি যথাঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বাদে সকল নগর এলাকার মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন, নগর এলাকার অভ্যন্তরে এলাকাভিত্তিক বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার নক্শা ও অঞ্চলভিত্তিক প্ল্যান প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করা।
(৩) নগরায়ন প্রক্রিয়ায় আর্থ-সামাজিক বিষয়ে গবেষণা করা ও ভবিষ্যতে নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশ ব্যাপী নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থান নির্ণয় করা।
(৪) নগরায়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করা এবং এই কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট সেক্টর এজেন্সীগুলোর উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের স্থান নির্ধারনে সহযোগীতা করা।
(৫) মানব বসতি উন্নয়ন পরিকল্পনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক কারিগরী সহযোগীতা বিষয়ক কর্মসূচী বাস্তবায়নে দেশের ফোকাল পয়েন্ট ও প্রতিরূপ সংস্থা হিসেবে কার্যাদি সম্পাদন করা।
(৬) ভৌত পরিকল্পনা এবং নগরায়ন ও মানব বসতি সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করা এবং নগরায়ন ও মানব বসতি সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ বিষয় সম্পর্কে প্রকাশনা বের করা।
(৭) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
(৮) নগর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহকে তাদের অনুরোধক্রমে পরামর্শ প্রদান করা।

তাছাড়া নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির এখতিয়ারভূক্ত থানা যথাঃ কোতয়ালী, লালবাগ, রমনা, সূত্রাপুর, মতিঝিল, কেরাণীগঞ্জ, ধানমন্ডি, তেজগাঁও, গুলশান, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, টংগী, রুপগঞ্জ, ক্যান্টনমেন্ট, সাভার, জয়দেবপুর, নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লা/বন্দর, সিদ্দিরগঞ্জ, নরসিংদী এবং ডেমরায় (১৯৮০ ইং সনের পর উল্লিখিত থানা বিভক্ত হয়ে কোন নতুন থানা সৃষ্টি হলে কিংবা ভবিষ্যতে আরো বিভক্ত হলে উক্ত থানা এলাকাও অন্তর্ভূক্ত হবে) জমি অধিগ্রহণের জন্য সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা কর্তৃক চাহিত ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার বিষয়ে পরিক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক অনাপত্তিপত্র প্রদান করে থাকে। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর নিজস্ব সীমিত জনবল এবং আর্থিক সামর্থের মাধ্যমে ভৌত পরিকল্পনা ও গবেষণামূলক কর্মকান্ডের দ্বারা দেশের উন্নয়নে অবদান রেখে চলছে।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর আশির দশকে ৫০টি জেলা শহর এবং ৩৯২টি উপজেলা শহরের ল্যান্ড ইউজ মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে। তাছাড়া প্রধান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহর, কক্সবাজার, মুন্সিগঞ্জ জেলা শহরের মাষ্টার প্ল্যান, ১৪টি উপজেলা শহরের মাষ্টার প্ল্যান, বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোরের মাষ্টার প্ল্যান, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার মাষ্টার প্ল্যান, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে ফুলছড়ি উপজেলা, গোদাগাড়ী, রহনপুর, শিবগঞ্জ এবং পাটগ্রাম পৌরসভার মাষ্টার প্ল্যানসহ দেশের বিভিন্ন উপজেলা ও পৌরসভার ল্যান্ড ইউজ মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- ২০০৫ সালে রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের মধ্যমে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম পৌরসভার ল্যান্ড উইজ মাষ্টার প্ল্যানের (আংশিক) কাজ সম্পাদান করা হয়েছে।
- ২০১৩ সালে রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার মাষ্টার প্ল্যান প্রনীত হয়েছে।

রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রমঃ

- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সিরাজগঞ্জ জেলার নদী ভাঙ্গন কবলিত চৌহলী উপজেলা বিষয়ক "A Study of Chouhali Upazilla and It's Effects Due to River Erosion, June 2015." শীর্ষক একটি গবেষণা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। চৌহালির নদী ভাঙন কেন রোধ করা যাচ্ছে না, গবেষণায় তার কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উত্তরণের উপায় কি হতে পারে তাও বলা হয়েছে। ফলে চৌহালির নদী ভাঙ্গন রোধকল্পে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর বিশেষ করে পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে "রাজশাহীতে শিল্পায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনাঃ বিসিক শিল্প এলাকা পর্যালোচনা" শীর্ষক একটি গবেষণা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। রাজশাহীতে শিল্পোন্নোয়নের পথে কি ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা আছে তা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ গবেষণাটি রাজশাহীর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
- ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে "আশির দশকে উপজেলা শহরের জন্য প্রণীত ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিরুপণ ও পর্যালোচনা, প্রেক্ষিতঃ পুঠিয়া উপজেলা, রাজশাহী" শীর্ষক একটি গবেষণা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মূলত এ গবেষণা কাজটিতে, সে সময় প্রণীত মাষ্টার প্ল্যানটির বাস্তবায়নের হার নিরুপণ করা হয়েছে এবং বাকী অংশের (অবাস্তবায়নের) কারণ নির্ণয় করা হয়েছে যা ভবিষ্যতে পুঠিয়া উপজেলার জন্য নতুনভাবে মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের ক্ষেত্রে আশু পদক্ষেপ গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

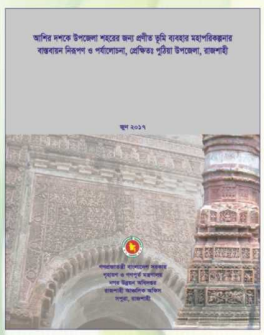

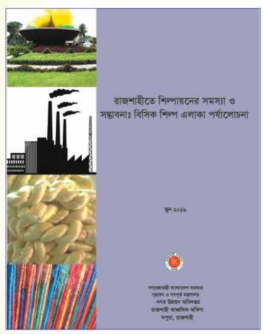

রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের বর্তমান কর্ম পরিকল্পনাঃ রংপুর বিভাগের (বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের) ৫৮টি উপজেলা এবং রাজশাহী বিভাগের ৬৮টি উপজেলার জন্য আলাদা আলাদাভাবে সমন্বিত দূর্যোগ সহনীয় দুইটি আঞ্চলিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে দুইটি প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা করা হয়েছে। রংপুর বিভাগের (বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের) ৫৮টি উপজেলার জন্য প্রণীত প্রকল্প প্রস্তাবনাটি পরিকল্পনা কমিশনের সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে যা শীঘ্রই অনুমোদন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রকল্প প্রস্তাবনাটি অনুমোদন হলে বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের ৫৮টি উপজেলার জন্য একটি সমন্বিত দূর্যোগ সহনীয় মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ (০১, জুলাই-২০১৮ হতে) শুরু হবে। অন্যদিকে রাজশাহী বিভাগের ৬৮টি উপজেলার জন্য প্রণীত সমন্বিত মহাপরিকল্পনার প্রকল্প প্রস্তাবনাটি মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর প্রধান উদ্দেশ্যঃ সমন্বিত দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনাসহ সুষ্ঠ নগরায়ণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায়গুলোতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা ।

প্রেক্ষাপটঃ সমন্বিত আঞ্চলিক পরিকল্পনার আওতায় রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের বিশাল কৃষি জমি সুরক্ষা তথা স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করণের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে রংপুরের স্থানীয় কয়লা খনি ভিত্তিক আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপজেলাগুলোর উন্নয়ন সাধনের মাধ্যম হিসেবে একটি আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন অতীব জরুরী। বাড়তি জনসংখ্যার চাপ মোকাবিলা করে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, স্থানীয় কৃষির যথাযথ উন্নয়ন, স্থানীয় জলজ সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের লোকজনের জন্য অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা প্রদান করার নিমিত্তে রংপুর বিভাগের ৮ টি জেলার ৫৮ টি উপজেলার মোট ১৬৩১৮ বর্গ কিঃমিঃ এবং রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলার ৬৮ টি উপজেলার মোট ১৮১৯৪ বর্গ কিঃমিঃ এলাকার জন্য আলাদা আলাদাভাবে দুইটি সমন্বিত দূর্যোগ সহনীয় আঞ্চলিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস উদ্যোগ গ্রহণ করে ।

প্রকল্প এলাকাঃ রংপুর বিভাগের মোট ১৬৩১৮ বর্গ কিঃমিঃ এলাকা এবং রাজশাহী বিভাগের মোট ১৮১৯৪ বর্গ কিঃমিঃ এলাকা।

প্রস্তাবিত রংপুর আঞ্চলিক মহাপরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

(ক) রংপুর বিভাগের মোট ১৬৩১৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকার জন্য ২০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, ১০ বছর মেয়াদী আরবান এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন ও ৫ বছর মেয়াদী অ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা।

(খ) রংপুরের কয়লাখনি অঞ্চলকে নিয়ে আলাদা উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।

(গ) রংপুর বিভাগের ৯ (নয়) টি বড় শহর (৮ টি জেলা শহর সহ) এর জন্য আলাদা উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।

(ঘ) রংপুর বিভাগের জাতীয় হাইওয়ে করিডোর সংলগ্ন ১৭ টি উপজেলার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।

(ঙ) রংপুর বিভাগের আভ্যন্তরীণ ২৫টি উপজেলার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।

(চ) রংপুর বিভাগের উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এসব উদ্দেশ্য সফল করতে রংপুর বিভাগকে (১) কৃষি-শিল্প ভিত্তিক শহর (২) শিল্প এলাকা (৩) ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র (৪) রপ্তানী কেন্দ্র (৫) পর্যটন কেন্দ্র এবং (৬) সর্বোপরি প্রকল্প এলাকায় আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

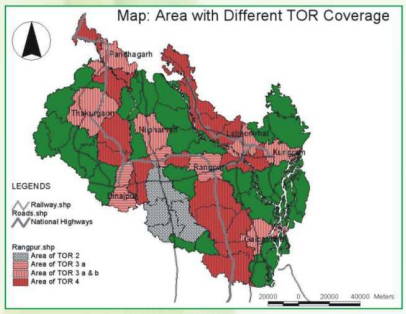

(ছ) কৃষি জমি সংরক্ষণের জন্য নগরায়নের সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিতকরণ।

(জ) পরিকল্পিত নগরায়নের জন্য বিভিন্ন সেক্টরাল কৌশল প্রণয়ণ করা।

(ঝ) সরকারী বিভিন্ন নীতিমালাকে স্থানভিত্তিক মাত্রায় রূপান্তর করা।

(ঞ) রংপুর বিভাগের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

(ট) স্থানিক পূণর্বিন্যাসের মাধ্যমে উন্নয়ন এবং কৌশলগত ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করা।

(ঠ) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও কর্মসংস্থানের সমন্বয় সাধন করা।

(ড) সমতা ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে নগরের মৌলিক সেবা সমূহের ব্যবস্থাকরণ।

(ঢ) জাতীয় পরিকল্পনা আঞ্চলিক পর্যায়ে নিশ্চিত করা।

প্রস্তাবিত রাজশাহী আঞ্চলিক মহাপরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

(ক) রাজশাহী বিভাগের মোট ১৮১৯৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকার জন্য ২০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, ১০ বছর মেয়াদী আরবান এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন ও ৫ বছর মেয়াদী অ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন।

(খ) রাজশাহী মেট্রোপলিটন এলাকার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোকে নিয়ে মেট্রোপলিটন সাব রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান বা উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।

(গ) রাজশাহী বিভাগের জাতীয় হাইওয়ে করিডোর সংলগ্ন ২০ টি উপজেলার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।

(ঘ) রাজশাহী বিভাগের রেলওয়ে করিডোর সংলগ্ন ৯ টি উপজেলার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।

(ঙ) রাজশাহী বিভাগের যমুনা তীরবর্তী এলাকার ৭ টি উপজেলার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা

(চ) নওগাঁ সাব রিজিওনভুক্ত ৮ টি উপজেলার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।

(ছ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ সাব রিজিওনভুক্ত ৫ টি উপজেলার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।

(জ) চলন বিল সাব রিজিওনভুক্ত ৭ টি উপজেলার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।

(ঝ) রাজশাহী বিভাগের উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এসব উদ্দেশ্য সফল করতে রাজশাহী বিভাগকে (১) কৃষি-শিল্প ভিত্তিক শহর (২) শিল্প এলাকা (৩) ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র (৪) রপ্তানী কেন্দ্র (৫) পর্যটন কেন্দ্র এবং (৬) সর্বোপরি প্রকল্প এলাকায় আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

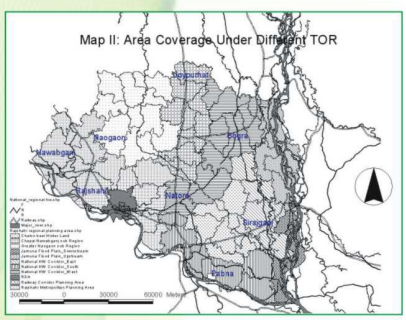

(ছ) কৃষি জমি সংরক্ষণের জন্য নগরায়নের সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিতকরণ।

(জ) পরিকল্পিত নগরায়নের জন্য বিভিন্ন সেক্টরাল কৌশল প্রণয়ণ করা।

(ঝ) সরকারী বিভিন্ন নীতিমালাকে স্থানভিত্তিক মাত্রায় রূপান্তর করা।

(ঞ) রংপুর বিভাগের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

(ট) স্থানিক পূণর্বিন্যাসের মাধ্যমে উন্নয়ন এবং কৌশলগত ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করা।

(ঠ) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও কর্মসংস্থানের সমন্বয় সাধন করা।

(ড) সমতা ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে নগরের মৌলিক সেবা সমূহের ব্যবস্থাকরণ।

(ঢ) জাতীয় পরিকল্পনা আঞ্চলিক পর্যায়ে নিশ্চিত করা।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের কার্য পদ্ধতিঃ Satellite Image Based 3-Dimensional Photogrammetric Survey এর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার সকল Physical Feature সম্বলিত ম্যাপ প্রস্তুত করা হবে যার সঠিকতা নিশ্চিত করার জন্য পরবর্তীতে Ground Truthing সম্পন্ন করা হবে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় Population Survey, Socio-Economice Survey, Traffic and Transport Survey, Industrial Survey, Hydrological, Water Supply, Power and Gas Supply, Drainage, Health, Education সংশ্লিষ্ট তথ্যভান্ডার প্রস্তুত করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হবে। সকল কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের পাশাপাশি Individual Consultant নিয়োগ করা হবে। পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রকল্প এলাকায় পিআরএ, ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন, গণশুনানী ও সেমিনার আয়োজন করা হবে।

সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়নঃ সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। এটি অনুমোদিত হলে উক্ত উপজেলায় সু-পরিকল্পিত উপায়ে মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ শুরু হবে।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহী
ফোনঃ ০৭২১-৭৬১৬৮২
E-mail: uddrajshahi@gmail.com
website: www.udd.gov.bd